নীলকান্ত সরকারি ডিগ্রি কলেজ

নীলকান্ত সরকারি ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

জাতির অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নের একমাত্র মাধ্যম হলো শিক্ষা। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' যুগ যুগ ধরে প্রচলিত প্রবাদ। একটি জাতির উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে চলা নির্ভর করে শিক্ষার পদ্ধতি এবং মানের উপর। কোন বাতি যেমন এর চতুর্দিকে আলোকিত করে তেমনি মানুষ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র বিকশিত হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষ আলোকিত হবার সুযোগ পায়।

যুগ যুগ ধরে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণে প্রয়াস চালিয়ে আসছেন, ফলশ্রুতিতে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসেবে তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এমন প্রেক্ষিতে **১৯৮৬** সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নীলকান্ত মহাবিদ্যালয়।

কালক্রমে ডিগ্রি কলেজ এবং সরকারি কলেজ হিসেবে শিক্ষার উন্নয়ন, একাডেমিক উৎকর্ষ সাধন, শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশকল্পে বাতিঘর হিসেবে নীলকান্ত সরকারি ডিগ্রি কলেজ অবদান রেখে আসছে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

একজন আদর্শ দেশ প্রেমিক, মহৎ প্রাণ ব্যক্তি, আলোকিত মানব, বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা নীলকান্ত সরকারি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সুনীল রঞ্জন ভট্টাচার্য্য ওরফে এস আর চৌধুরী। তিনি **১৯৪৭** সালে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন ০৬ নং মৈশাতুয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত মৈশাতুয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য, মাতা সুভাষিনী ভট্টাচার্য্য। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি চাটার্ড একাউন্টেন্ট কোর্স সমাপ্ত করে আয়কর আইনজীবী পেশায় কর্মরত ছিলেন।

নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য

সুনীল রঞ্জন ভট্টাচার্য্য (এসআর চৌধুরী)

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সুনীল রঞ্জন ভট্টাচার্য্য (এস আর চৌধুরী) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ২নং সেক্টরে নির্ভরপুর সাব সেক্টরে ছিল বৃহত্তর লাকসাম থানা এলাকা। বৃহত্তর লাকসামে ৪টি সাব সেক্টরের মধ্যে ৩ নম্বর সাব সেক্টরে (দক্ষিণ-পশ্চিম জলা অঞ্চলে-বর্তমান মনোহগঞ্জ উপজেলা এলাকা) সুনীল রঞ্জন ভট্টাচার্য্য একজন বিএলএফ মুক্তিযোদ্ধা। চাটখিল থানার হিরাপুর প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রে তিনি এবং বীর

মুক্তিযোদ্ধা সুলতান আহমদ (শমসেরপুর) দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। সাতপুকুরিয়া হাই স্কুলে পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্পে এ ৩ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাগণ বেশ কয়েকবার সশস্ত্র আক্রমণ করেন। তদপুরি এ ৩ নম্বর সাব সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাগণ চিতোষী স্টেশনের দক্ষিণ পাশে ফুলরার মাঠে লাকসাম আর্মি ক্যাম্পের এক ব্যাটালিয়ান আর্মির সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মহকুমার বৃহত্তর লাকসাম থানায় (বর্তমান লালমাই, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ এবং নাঙ্গলকোট) একমাত্র কলেজ ছিল নবাব ফয়জুন্নেছা কলেজ বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সুনীল রঞ্জন ভট্টাচার্য্য অবহেলিত লাকসামের দক্ষিণ-পশ্চিম জলা অঞ্চলের শিক্ষা বঞ্চিত মানুষের কথা বিবেচনা করে। তাঁর সহযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণায় প্রয়াত পিতা "নীলকান্ত ভট্টাচার্য্যের" নামে ৩ একর সম্পত্তির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে তিনি এককভাবেই দান করেছেন ০২ (দুই) একক ৮৬ (ছিয়াশি) শতক জায়গা।

১৬/০৭/১৯৮৫ তারিখে মৈশাতুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাছান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান আহমেদ (প্রধান শিক্ষক শ্রিয়াং সিদ্দিকুর রহমান হাইস্কুল) এর প্রস্তাবের ভিত্তিতে উপস্থিত সুধীজন একমত পোষণ করেন।

এরপর মৈশাতুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাছান আহমেদের সভাপতিত্বে আরও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক (গ্রাম- চাটিতলা)। যিনি বরাবরই কলেজের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

পরবর্তীতে ১৫/০৮/১৯৮৫ তারিখে নীলকান্ত মহাবিদ্যালয় বাস্তবায়নে ৭ সদস্যের একটি কার্য নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের নাম:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১	হাছান আহমেদ	সভাপতি
২	সুনীল রঞ্জন ভট্টাচার্য্য	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
৩	বিজয় ভট্টাচার্য্য	সদস্য
৪	সরাফত আলী	সদস্য
৫	ছফর আলী	সদস্য
৬	প্রিয়লাল দেবনাথ	সদস্য
৭	ডা. ছায়েদুল ইসলাম	সদস্য

কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা হতে শুরু করে থাকা খাওয়ার সকল প্রকার ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেছেন।

১৯/০২/১৯৮৬ খ্রি. নীলকান্ত মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠাতার অনুদানে তৎকালীন ১,১৫,০০০/- টাকা ব্যয়ে চৌচালা ২টি টিনের ঘর নির্মাণ করে কলেজের যাত্রা শুরু করেন।

১৯৮৭ সালে প্রলয়ংকারী বন্যার ও ঘূর্ণিঝড়ে নবনির্মিত কলেজগৃহ ২টি বিধ্বস্ত হয়। যার ফলে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৮৮ সালে কলেজগৃহ দুইটি পুনঃসংস্কার মেরামত করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী করা হয় । অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের জন্য ২,২০,০০০/- টাকা ব্যয়ে আসবাবপত্র চেয়ার,টেবিল,লোবেঞ্চ-হাইবেঞ্চ, আলমারী সহ সকল প্রকার আসবাবপত্র নির্মাণ করা হয়।

১৯৮৮-১৯৮৯ শিক্ষাবর্ষ হতে কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, প্রভাষক ও কর্মচারী নিয়োগ দান করা হয়।

০১/০৭/১৯৮৯ খ্রি. হতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা কলেজের পাঠদানের অনুমতি প্রদান করেন।

০১/০৭/১৯৯০ খ্রি. কলেজটি কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে।

তৎকালীন এমপি মো: তাজুল ইসলাম ০৭/১২/১৯৯৬ খ্রি - ২১/০৭/২০০১ খ্রি পর্যন্ত সময়ে কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি থাকাবস্থায় ১৯৯৭ খ্রি. এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের সুব্যবস্থা করেন।

০১/০১/১৯৯৪ খ্রি: তৎকালীন এমপি এ.টি.এম আলমগীর এর প্রচেষ্টায় কলেজটির এইচএসসি শাখা এমপিও ভুক্ত হয়।

ডিগ্রি (পাস) অধিভূক্তির তারিখ:

১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ কলেজটি ডিগ্রি অধিভূক্ত হয়। অধিভূক্তির তারিখ- ২১/০৪/১৯৯৯ খ্রি.

তৎকালীন এমপি মো: তাজুল ইসলাম সভাপতি থাকাবস্থায় ১৯৯৮ খ্রি. কলেজকে স্নাতক স্তরে উন্নীত করেন এবং ১৯৯৯ খ্রি. স্নাতক স্তরের এমপিও ভূক্তির সুব্যবস্থা করেন।

কলেজটি অধিভূক্তি লাভের পর কলেজের স্নাতক পর্যায়ের কোডের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তৎকালীন অধ্যক্ষ এ কোড এর ব্যাপারে মনোহরগঞ্জ উপজেলার সূর্য সন্তান তৎকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব এ.কে.এম জাহাঙ্গীরকে অবহিত করলে তিনি তাৎক্ষণিক স্নাতক পর্যায়ের কোড প্রাপ্তির যথাযথ ব্যবস্থা করে দেন। যা পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি কলেজ হিসেবে জাতীয়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

স্নাতক (পাস) খোলাকালীন কলেজ পরিচালনা পর্ষদ সদস্যবৃন্দের নাম:

ক্র.নং	নাম	পদবী
০১	মো: তাজুল ইসলাম, এমপি	সভাপতি
০২	মো: আবু জামাল খাঁন, অধ্যক্ষ	সদস্য সচিব
০৩	এস.আর চৌধুরী	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
০৪	মোবারক হোসেন ভূঁইয়া	সদস্য
০৫	ডা. আবদুল মবিন	সদস্য
০৬	সোলাইমান	সদস্য
০৭	সুলতান আহমেদ	সদস্য
০৮	বিজয় ভট্টাচার্য্য	সদস্য
০৯	হাছান আহমেদ, চেয়ারম্যান	সদস্য
১০	স্বপন কুমার ভৌমিক, সহকারী অধ্যাপক-অর্থনীতি	সদস্য
১১	তমাল কান্তি পাল, সহকারী অধ্যাপক-পৌরনীতি	সদস্য

অধ্যক্ষ মহোদয়গণের নাম ও কার্যকাল:

(বেসরকারি আমল)

ক্রমি নং	নাম	সময়কাল	
০১	মো: গোলাম রাব্বানী এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	০১/০৭/১৯৮৯	১৯/১১/১৯৮৯
০২	আব্দুল খালেক খাঁন পাঠান এমএসএস (ভূগোল)	২০/১১/১৯৮৯	৩০/০৪/১৯৯০

০৩	রুহুল আমীন মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত) এমএ (বাংলা)	০১/০৫/১৯৯০	৩০/০৪/১৯৯১
০৪	মো: আবু জামাল খাঁন (ভারপ্রাপ্ত) এমএ (ইতিহাস)	০১/০৫/১৯৯১	১৯/০৮/১৯৯২
০৫	মো: আবু জামাল খাঁন এমএ (ইতিহাস)	২০/০৮/১৯৯২	০৭/০৮/২০১৮

কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যাদের অবদান:

১৯৯৫ সালে এটি এম আলমগীর এমপি ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে কলেজের ১নং একাডেমিক ভবনটি সরকারি বরাদ্দের মাধ্যমে নির্মাণ করেন।

২০০৪ সালে কর্ণেল (অব:) এম. আনোয়ারুল আজিম এমপি কলেজের ২নং একাডেমিক ভবনটি সরকারি বরাদ্দের মাধ্যমে নির্মাণ করেন।

কলেজের ১ নং ও ২ নং ভবন

২০১৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম এমপি কলেজের ৪ তলা আইসিটি ভবনটি সরকারি বরাদ্দের মাধ্যমে নির্মাণ করেন।

আইসিটি ভবন

কলেজ পরিচালনায় সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন নিম্নের ১১ জন:

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের সভাপতির নাম	সময়কাল	
০১	মো: হাছান আহমেদ,চেয়ারম্যান	১৫/০৮/১৯৮৭	২৯/১০/১৯৯০
০২	মো: সাইফুল ইসলাম, এমপি	৩০/১০/১৯৯০	১৫/০৩/১৯৯২
০৩	এটিএম আলমগীর, এমপি	১৬/০৩/১৯৯২	০৬/১২/১৯৯৬
০৪	মো: তাজুল ইসলাম, এমপি	০৭/১২/১৯৯৬	৩০/০৭/২০০১
০৫	মো: আবু ইউসুফ	৩১/০৭/২০০১	২৫/০৬/২০০২

	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।		
০৬	সুনীল রঞ্জন ভট্টচার্য্য, প্রতিষ্ঠাতা	২৬/০৬/২০০২	০৯/১১/২০০৪
০৭	....উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লাকসাম	১০/১১/২০০৪	২৬/০৫/২০০৫
০৮	একেএম আবুল বাশার ভূঁইয়া	২৭/০৫/২০০৫	১৭/১২/২০০৬
০৯	....উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনোহরগঞ্জ	১৮/১২/২০০৬	০১/০১/২০০৯
১০	সুনীল রঞ্জন ভট্টচার্য্য, প্রতিষ্ঠাতা	০২/০১/২০০৯	১৮/১১/২০১১
১১	মো: এনায়েত উল্যাহ এফসিএ	১৯/১১/২০১১	৩০/০৬/২০১৮

কলেজ সরকারিকরণ:

২০১৮ সালে আওয়ামীলীগ সরকার প্রান্তিক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কলেজ সরকারি করার ঘোষণা দেন। তারই প্রেক্ষিতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম এমপি এর আন্তরিকতা ও সদয় বিবেচনায় মনোহগঞ্জ উপজেলার শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ কলেজ হিসেবে নীলকান্ত কলেজটি সরকারি করার ব্যপারে ০৩ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. ডিও লেটার দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ খ্রি. ২৭ সেপ্টেম্বর এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কলেজ হিসেবে গেজেটে তালিকাভূক্ত হয়ে দীর্ঘ যাচাই বাছাই শেষে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর থেকে সরকারি হিসেবে শিক্ষক-কর্মচারীগণ বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য কলেজটির সরকারিকরণ ০৮ আগস্ট ২০১৮ হতে কার্যকর।

জাতীয়করণকালীন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের নাম:

ক্র.নং	নাম	পদবী
০১	এনায়েত উল্যাহ এফসিএ	সভাপতি
০২	সুলতান আহমেদ	বিদ্যোৎসাহী সদস্য
০৩	আবদুল খালেক	বিদ্যোৎসাহী সদস্য
০৪	এ এফ এম গিয়াস উদ্দিন জাহাঙ্গীর	হিতৈষী সদস্য
০৫	সিরাজুল হক	বিদ্যোৎসাহী সদস্য
০৬	আবদুল মান্নান	বিদ্যোৎসাহী সদস্য
০৭	মো: গাজীউর রহমান	অভিভাবক সদস্য
০৮	এ কে এম আবুল বাশার	বিদ্যোৎসাহী সদস্য
০৯	বিজয় ভট্টাচার্য্য	দাতা সদস্য
১০	সঞ্জিব রঞ্জন ভট্টাচার্য্য	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
১১	গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক-ব্যবস্থাপনা	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২	সহিদ উল্লাহ মজুমদার, প্রভাষক- হিসাববিজ্ঞান	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩	লিপি ভৌমিক, প্রভাষক- রাষ্ট্র বিজ্ঞান	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪	মো: আবু জামাল খাঁন, অধ্যক্ষ	সদস্য সচিব

সরকারি আমলের অধ্যক্ষ মহোদয়গণের নাম:

ক্রমি. নং	নাম	সময়কাল	
০১	মো: আবু জামাল খাঁন এমএ (ইতিহাস)	০৮/০৮/২০১৮	৩১/০১/২০২২
০২	আবু তৈয়ব মো: ফখরুদ্দীন বিএ (অনার্স), এমএ (ইসলামী শিক্ষা)	০১/০২/২০২২	১১/০৬/২০২৩
০৩	প্রফেসর ড. নাজমা বেগম বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ভূগোল)	১২/০৬/২০২৩	অদ্যাবধি

কলেজের সূচনা লগ্ন হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী অধ্যক্ষগণের মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন মো: আবু জামাল খাঁন (মেয়াদকাল: ২০/০৮/১৯৯২-৩১/০১/২০২২)। তিনি ৩০ বছরেরও অধিক সময়কাল অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাই কলেজ প্রতিষ্ঠা ও এর অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য। কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ পর্যায়ক্রমে মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ করতেন এবং কঠোর পরিশ্রম করে কলেজকে এ পর্যায় নিয়ে আসছেন।

আর কলেজটি ০৮/০৮/২০১৮ সালে সরকারি হলেও কলেজের সুদীর্ঘ যাচাই-বাছাই ও বেতন-ভাতা (বাজেট) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সিংহভাগ অবদান রাখেন বর্তমান উপাধ্যক্ষ আবু তৈয়ব মো: ফখরুদ্দীন তাঁর ০১/০২/২০২২-১১/০৬/২০২৩ মেয়াদে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে। তিনি অধ্যক্ষের (ভারপ্রাপ্ত) দায়িত্বে অল্প সময় থাকলেও তৎকালীন এলজিআরডি মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম এমপি এর সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয়করণের সামগ্রিক মূল্যবান কাজগুলো সুসম্পন্ন করেন।

সবশেষে বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডার থেকে সুযোগ্য অধ্যক্ষ হিসেবে ১২/০৬/২০২৩ তারিখে যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন প্রফেসর ড. নাজমা বেগম। তিনি একাডেমীক, আইসিটি এবং ভৌত অবকাঠামো বিষয়ে কিছু সফল প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সুশৃঙ্গলভাবে কলেজ পরিচালনায় বিভিন্ন কাজ চলমান রয়েছে। আশা করি তাঁর বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে কলেজের অসমাপ্ত কাজগুলো সুসম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ।

বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা:

প্রশাসনিক কর্মকর্তা

প্রফেসর ড. নাজমা বেগম
অধ্যক্ষ

আবু তৈয়ব মো: ফখরুদ্দীন
উপাধ্যক্ষ

শিক্ষকবৃন্দ

আবুল হাছানাত মিয়া
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা

চিত্ত রঞ্জন ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, গণিত

মো: হারুন-অর-রশীদ
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

সহিদ উল্যাহ মজুমদার
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

এ কে এম এনামুল হক
প্রভাষক, অর্থনীতি

মোহাম্মদ আমির হোসেন
প্রভাষক, পরিসংখ্যান

কল্লোল মজুমদার
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

জি.এম শহীদুল ইসলাম
প্রভাষক, বাংলা

বাবুল চন্দ্র দত্ত
প্রভাষক, বাংলা

নুরুল আমিন
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

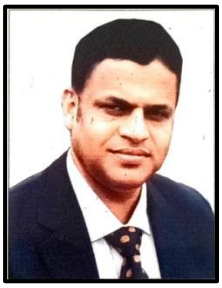

জাহাঙ্গীর আলম
প্রভাষক, রসায়ন

আফরোজা বেগম
প্রভাষক, সমাজকর্ম

তাওহিদুল ইমাম
প্রভাষক, ইংরেজি

সৈয়দা লুৎফুন নাহার
প্রভাষক, ইংরেজি

নাজমা আখতার
প্রভাষক, যুক্তিবিদ্যা/দর্শন

তানজিন রুমানা নূর মজুমদার
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

সুমা রানী সরকার
প্রভাষক, জীব বিজ্ঞান

লিপি ভৌমিক
প্রভাষক, পৌরনীতি
ও সুশাসন

জাহেদুল ইসলাম
অতিথি প্রভাষক, পদার্থ
বিজ্ঞান

খুকু রানী দেবী
প্রদর্শক, জীব বিজ্ঞান

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহকারী লাইব্রেরিয়ান

কর্মচারীবৃন্দ

মো: বিল্লাল হোসেন
অফিস সহকারি কাম-
কম্পিউটার অপারেটর

দীলিপ কুমার দেবনাথ
অফিস সহকারি কাম-
কম্পিউটার অপারেটর

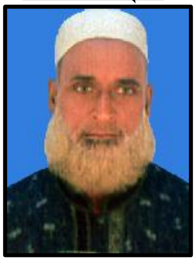
মো: শাহজাহান
অফিস সহায়ক

মো: শুক্কুর আলী
অফিস সহায়ক

মো: মনির হোসেন
অফিস সহায়ক

মো: মফিজুর রহমান
অফিস সহায়ক

প্রিয়বালা দেবনাথ
অফিস সহায়ক

হরিপদ দেবনাথ
অফিস সহায়ক

সাইফুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সন ভিত্তিক পাশের হারের সারণি:

সন/সাল	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্য শিক্ষার্থী	পাশের হার
২০২৪	৩৪৩	১৮৯	৫৫.১০%
২০২৩	২৫৭	১৩১	‘৫১.০০%
২০২২	১৩৫	১১৪	৮৪.৪৪%
২০২১	২৭৯	২৭২	৯৭.৪৯%
২০২০	২৪৪	২৪৪	১০০%
২০১৯	১৮১	১৬৩	৯০.০৬%
২০১৮	১৬৫	৮৪	৫১%
২০১৭	২২৬	২২	৯.৭৩%
২০১৬	২৯৯	১৭৫	৫৮.৫৩%
২০১৫	২১৩	১৮৩	৮৫.৪৫%
২০১৪	২২৫	১৮৩	৮১%
২০১৩	১৮৬	১২৪	৬৬.৮৫%
২০১২	১৭২	১১৮	৬৮.৬৭%
২০১১	১৩৪	৫৩	৩৯.৫৫%
২০১০	১০৯	৬৯	৬৩.২০%
২০০৯	১০৪	৮২	৭৮%
২০০৮	১৫৫	৯৮	৬৩.৩৩%
২০০৭	১০১	৪৪	৫৩.৫৬%
২০০৬	৭৪	৫১	৬৮.৯১৪%
২০০৫	৩০	২৬	৮৬%
২০০৪	৬১	৬০	৯৮.৩৬%

২০০৩	৫১	১৩	২৭%
২০০২	১১৩	১১	৯.৭৩%
২০০১	২৩৩	১৭	৭.২৯%
২০০০	২৩৪	২৪	১০.২৫%
১৯৯৯	২২৯	৭৬	৩৩.১৮%
১৯৯৮	১০২	৫৯	৫৮%
১৯৯৭	১১৬	৭৯	৬৮%
১৯৯৬	৭৪	১৩	১৭.৫৬%
১৯৯৫	৬১	১৩	২১%
১৯৯৪	৪৫	১৮	৪০%
১৯৯৩	২১	১৪	৬৭%
১৯৯২	২১	০৭	৩৩%
১৯৯১	২৪	০৬	২৫%

স্নাতক (পাস) সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার সন ভিত্তিক ফলাফলের সারণি:

সন/সাল	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্য শিক্ষার্থী	পাশের হার
২০২২	৫৪	৫০	৯২
২০২১	৩০	১৬	৫৩
২০২০	২৫	২৫	১০০
২০১৯	৪৮	৪৩	৮৯
২০১৮	৬০	৫৪	৯০
২০১৭	৪৭	৪৩	৯১
২০১৬	৪৬	৪২	৯১
২০১৫	৪৪	৪১	৯৩
২০১৪	১৪	১৩	৯৩
২০১৩	০৬	০৬	১০০
২০১২	২২	২২	১০০
২০১১	৪৩	৪৩	১০০
২০১০	১৯	১৪	৭৬
২০০৯	১২	০৭	৫৮
২০০৮	১০	০৪	৪০
২০০৭	০৬	০৪	৬৬
২০০৬	০৩	০২	৬৬
২০০৫	০২	০২	১০০
২০০৪	০১	০১	১০০
২০০৩	০৪	০১	২৫
২০০২	০৭	০২	২৮

বর্তমান ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা:

শিক্ষাস্তর	বর্ষ	সংখ্যা
উচ্চ মাধ্যমিক	**১ম বর্ষ**	**৩২৮ জন**
	২য় বর্ষ	**৩৫৯ জন**
স্নাতক (পাস)	**১ম বর্ষ**	**৭৩ জন**
	২য় বর্ষ	**১৯৭ জন**
	৩য় বর্ষ	**৮৩ জন**
	মোট শিক্ষার্থী	**= ১,০৪০ জন**

প্রতিষ্ঠাতা ছাড়া যারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের নাম:

১. বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মনোহরগঞ্জ - দাতা
২. বিজয় ভট্টাচার্য্য, মনোহরগঞ্জ - দাতা
৩. নিমাই ভট্টাচার্য্য, মনোহরগঞ্জ- দাতা
৪. প্রভাংশু কুমার মজুমদার, কুমিল্লা সদর- দাতা
সাবেক অতিথি প্রভাষক-ইংরেজি, নীলকান্ত সরকারি কলেজ
বর্তমানে সপরিবারে ইংল্যান্ডের নাগরিক।

শিক্ষা বিস্তারে কলেজের অবদান:

অসহায় এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্কলারশিপ ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। যা অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

আমরা জানি সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুষ্ঠু নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে, এ প্রতিষ্ঠানটি বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম করায় যা ভবিষ্যত জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকে।

উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য, বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র, অবহেলিত নারীর উচ্চ শিক্ষা প্রসারে এ প্রতিষ্ঠান বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এর ফলে এ অঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

প্রতিবছর এ কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সফলতার ছোঁয়া পাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হয়ে অত্র কলেজের সুনাম অক্ষুন্ন রাখছে। কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি বি.এম শাখার শিক্ষার্থীরাও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে।

প্রতিষ্ঠানটি সরকারি হওয়ার ফলে শিক্ষার সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকায় শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিতে অফুরন্ত বই, বিজ্ঞানাগারের ব্যবহারিক শিক্ষা উপকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের সুযোগ পেয়ে গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার সুযোগ অর্জন করছে।

এ কলেজে অধ্যয়ন করা অসংখ্য শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন পেশায় (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক,অধ্যাপক, ব্যাংকার, শিক্ষা অফিসার, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা) নিয়োজিত থেকে দেশের কল্যাণ বয়ে আনছে।

উল্লেখ্য এই কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত হয়ে এলাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে।

কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি

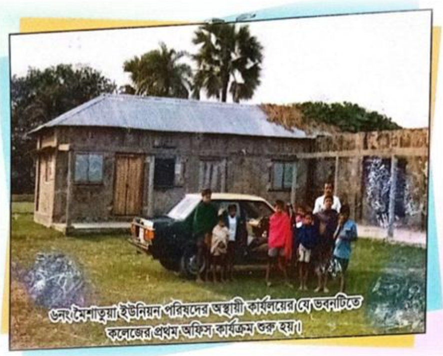

সবুজের গালিচা আর শান্তির মেলবন্ধন-যেখানে মাটির গন্ধে মিশে আছে দারুন এক প্রশান্তি। এই প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় পা রাখলেই হৃদয় শীতল হয়ে যায়। চারপাশে জনবসতি দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠ, গাছপালা প্রতিনিয়তই আন্দোলিত হচ্ছে সুন্দর নির্মল বাতাসে। সত্যিকার অর্থে এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোরম ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাকাল হতেই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে সকল শ্রেণি পেশার লোকজনের হৃদয়ের গভীরে জায়গা করে নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত থেকে প্রতিষ্ঠানের সুনাম সুখ্যাতি অর্জনে অবদান রাখছে।

আমরা এই নীলকান্ত সরকারি কলেজ পরিবার চিরদিন কলেজ প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী বীরমুক্তিযোদ্ধা সুনীল রঞ্জন ভট্টাচার্য্য এর নিকট চির ঋণী । এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে সাফল্য দান করেছেন, কলেজ পরিবারের পক্ষ হতে তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ।